আচার

সদাচার ও অসদাচার। আচারের দুইটী অঙ্গ; একটী গ্রহণাত্মক ও অপরটী বর্জ্জনাত্মক। কতকগুলি আচার গ্রহণ করিতে হয়, আর কতকগুলি আচার বর্জ্জন করিতে হয়। যেগুলি গ্রহণ করিতে হয়, সেগুলিকে সদাচার বা সু-আচার বলে; আর যেগুলিকে বর্জ্জন করিতে হয়, সেগুলিকে অসদাচার বা কু-আচার বলে। উদ্দেশ্যের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়াই সু-আচার বা কু-আচার স্থির করা হয়। যে আচার উদ্দেশ্য-সিদ্ধির অনুকূল, তাহা সু-আচার; আর যাহা উদ্দেশ্য-সিদ্ধির প্রতিকূল, তাহা কু-আচার। তাই, উদ্দেশ্য-সিদ্ধির বিভিন্নতাবশতঃ আচারেরও বিভিন্নতা হইয়া থাকে। রোগচিকিৎসাই যখন উদ্দেশ্য হয়, তখন কুপথ্য-ত্যাগ এবং সুপথ্য-গ্রহণ করিতে হয়। চিকিৎসা-সম্বন্ধে সুপথ্য-গ্রহণই সু-আচার। আবার সান্নিপাত-রোগে ডাবের জল কুপথ্য, কিন্তু ওলাউঠা রোগে তাহা সুপথ্য।

সামান্য সদাচার। জাতিবর্ণ-নির্ব্বিশেষে—সম্প্রদায়-নির্ব্বিশেষে সকল মানুষের জন্যই কতকগুলি বিধি ও নিষেধ আছে। যেমন সর্ব্বদা সত্যকথা বলিবে, নিজের উন্নতির জন্য চেষ্টা করিবে ইত্যাদি বিধি; আর কখনও মিথ্যকথা বলিবে না, চুরি করিবে না, পরস্ত্রী-গমন করিবে না ইত্যাদি নিষেধ। এই সকল বিধি ও নিষেধ সাধারণ—শৈব, শাক্ত, বৈষ্ণব, জ্ঞানী, কর্ম্মী, যোগী প্রভৃতি সকল শ্রেণীর সাধকেরই পালনীয়। আবার যাহারা কোনও সাধনমার্গের অনুসরণ করে না, তাহাদের পক্ষেও এই সকল সাধারণ বিধি-নিষেধ পালনীয়; কারণ, যিনি সাধন-ভজন করেন, তিনিও মানুষ, আর যিনি সাধন-ভজন করেন না, তিনিও মানুষ। ঐ সকল সাধারণ বিধি-নিষেধ মানুষের জন্য—যিনি মানুষের সঙ্গে মানুষের সমাজে বাস করিতে ইচ্ছা করেন, তাঁহাকে ঐ সকল বিধি-নিষেধ পালন করিতেই হইবে; নচেৎ তাঁহাকে সমাজকর্ত্তৃক দণ্ডিত হইতে হইবে।

বিশেষ সদাচার। আবার জাতিবিশেষ বা সম্প্রদায়-বিশেষের জন্য কতকগুলি বিশেষ-বিধি ও বিশেষ-নিষেধ আছে; সাধারণ বিধি-নিষেধর সঙ্গে সঙ্গে সকলকেই এই বিধি-নিষেধগুলিও পালন করিতে হয়। যেমন, তুলসীর সম্মান করিবে—ইহা হিন্দুর বিশেষ-বিধি; মুসলমান বা খৃষ্টানের শাস্ত্রে ইহা অবশ্য-পালনীয়-বিধি নহে। গোমাংস-ভক্ষণ হিন্দুর বিশেষ-নিষেধ; মুসলমান বা খৃষ্টানের পক্ষে ইহা নিষিদ্ধ নহে।

বৈষ্ণবের পালনীয় সদাচার। কৃষ্ণস্মৃতিই মুখ্য সদাচার। বৈষ্ণবকেও মনুষ্য-সমাজে বাসের উপযোগী সামান্য-সদাচার এবং তাঁহার সাধন-ভজনের অনুকূল বিশেষ-সদাচার বা বৈষ্ণবাচার পালন করিতে হইবে। বৈষ্ণবাচার-পালন ভক্তি-পোষণের নিমিত্ত। শ্রবণ-কীর্ত্তনাদি শাস্ত্রোপদিষ্ট ভজনাঙ্গের অনুষ্ঠান এবং তাহার আনুষঙ্গিক কার্য্যই বিশেষ-সদাচার বা বৈষ্ণবাচার। স্মরণ রাখিতে হইবে, শ্রীকৃষ্ণ-স্মৃতিই সকল বিধির রাজা এবং শ্রীকৃষ্ণ-বিস্মৃতিই সকল নিষেধের রাজা। শ্রীকৃষ্ণস্মৃতির অনুকূল আচরণগুলিই বৈষ্ণবের অবশ্য পালনীয় বিধি এবং শ্রীকৃষ্ণস্মৃতির প্রতিকূল আচরণগুলিই তাঁহার অবশ্য বর্জ্জনীয় নিষেধ। শ্রীকৃষ্ণ-স্মৃতিই মুখ্য সদাচার। কৃষ্ণ-স্মৃতিহীন সদাচার প্রাণহীন-দেহের ন্যায় অকিঞ্চিৎকর।

শ্রীমন্‌মহাপ্রভু বৈষ্ণব-স্মৃতি-প্রণয়নের উপদেশ-প্রসঙ্গে শ্রীপাদ সনাতন গোস্বামীকে সামান্য-সদাচার এবং বৈষ্ণবাচার—উভয় বিষয়-সম্বন্ধেই উপদেশ দিয়াছেন; তদনুসারে শ্রীশ্রীহরিভক্তিবিলাসে উভয়বিধ সদাচারই উল্লিখিত হইয়াছে।

অসৎ-সঙ্গ। বৈষ্ণবের আচার সম্বন্ধে শ্রীমন্‌মহাপ্রভু বলিয়াছেনঃ—"অসৎসঙ্গ ত্যাগ এই বৈষ্ণব-আচার। স্ত্রীসঙ্গী এক অসাধু কৃষ্ণাভক্ত আর॥ এই সব ত্যজি আর বর্ণাশ্রম-ধর্ম্ম। অকিঞ্চন হঞা লয় কৃষ্ণের শরণ॥ মধ্য ২২।"

অসৎ-সঙ্গ ত্যাগ করিবে। স্ত্রী-সঙ্গী এক অসাধু বা অসৎ; কৃষ্ণের অভক্ত বা কৃষ্ণ-বিদ্বেষী আর এক অসাধু। ইহাদের সঙ্গ ত্যাগ করিবে। বর্ণাশ্রম-ধর্ম্মে আসক্তিও অসৎ-সঙ্গ—তাহাও ত্যাগ করিবে। অন্য সমস্ত

বিষয়ে আসক্তি ত্যাগ করিয়া একমাত্র শ্রীকৃষ্ণের শরণাপন্ন হইবে। শ্রীমদ্ভাগবতের তৃতীয় স্কন্ধের একত্রিংশ অধ্যায়ের কয়েকটী শ্লোক উদ্ধৃত করিয়া মহাপ্রভু আরও বলিয়াছেন—স্ত্রীসঙ্গ এবং স্ত্রী-সঙ্গীর সঙ্গ হইতে জীবের মোহ ও সংসারবন্ধন জন্মে; যোষিৎ-ক্রীড়ামৃগ ব্যক্তিদিগের সঙ্গের প্রভাবে সত্য, শৌচ, দয়া, মৌন, বুদ্ধি, লজ্জা, শ্রী, যশঃ, ক্ষমা, শম, দম ও ঐশ্বর্য্য—সমস্তই বিনষ্ট হয়।

স্ত্রীসঙ্গ-অর্থ। বৈষ্ণবের পক্ষে স্ত্রীসঙ্গ ও স্ত্রী-সঙ্গীর সঙ্গ বিশেষ ভাবে নিষিদ্ধ। কিন্তু সঙ্গ-শব্দের অর্থ কি? সন্জ্ ধাতু হইতে সঙ্গ-শব্দ নিষ্পন্ন। সন্জ্ ধাতুর অর্থ আসক্তি; সুতরাং সঙ্গ-শব্দের অর্থও আসক্তি। স্ত্রীলোকে আসক্তি পরিত্যজ্য এবং স্ত্রীলোকে আসক্ত লোকের সঙ্গ পরিত্যজ্য। শ্রীমদ্ভাগবতের ৩৷৩১৷২৯ শ্লোকের টীকায় শ্রীপাদ-জীব-গোস্বামী লিখিয়াছেন—"প্রমদাসু স্বীয়াস্বপি * * *।" শ্রীপাদ বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তীও লিখিয়াছেন—"প্রমদাসু স্বীয়াস্বপি সঙ্গমাসক্তিং * * * ন কুর্য্যাৎ।" অর্থাৎ নিজের বিবাহিতা স্ত্রীর প্রতিও আসক্তি পোষণ করিবে না। টীকার "স্বীয়াস্বপি—স্বীয়াসু অপি" অংশের "অপি" শব্দের তাৎপর্য্য এই যে, পরকীয়া স্ত্রীর সঙ্গ তো দূরের কথা, স্বকীয়া স্ত্রীর প্রতিও আসক্তি পোষণ করিবে না।

শ্রীমদ্ভাগবতের ৩৷৩১৷৪০ শ্লোক হইতে বুঝা যায়, যিনি ভজন-সাধন করিতে ইচ্ছুক, স্ত্রীলোকের সংশ্রবে যাওয়াও তাঁহার পক্ষে নিরাপদ নহে। "যোপযাতি শনৈর্মায়া যোষিদ্দেববিনির্ম্মিতা। তামীক্ষেতাত্মনোমৃত্যুং তৃণৈঃ কূপমিবাবৃতম্॥" এই শ্লোকের টীকায় চক্রবর্ত্তিপাদ লিখিয়াছেন—"যা চ পুরুষং বিরক্তং জ্ঞাত্বা স্বীয়-নিষ্কামতাং ব্যঞ্জয়ন্তী শুশ্রূষাদিমিষেণ উপযাতি, সাপি অনর্থকারিণীত্যাহ যোপযাতীতি। অত্র তৃণাচ্ছাদিতকূপস্থ ময়ি জনঃ পতত্বিতি ভাবনাভাবাৎ কস্যচিৎ পার্শ্বেঽপ্যনাগমাৎ সর্ব্বত্রোদাসীনা বা ভক্তিজ্ঞানবৈরাগ্যাদিমতী বা উন্মাদচেতনা নিদ্রাণা বা মৃতাপি বা স্ত্রী সর্ব্বথৈব দূরে পরিত্যাজ্যা ইতি ব্যঞ্জিতম্॥" উক্ত টীকানুযায়ী শ্লোকের মর্ম্ম এইরূপ:—স্ত্রীলোক দেবনির্ম্মিত মায়াবিশেষ; এই মায়ার হাত হইতে উদ্ধার পাওয়া বড় শক্ত ব্যাপার। এজন্য স্ত্রীলোকের সংশ্রবে যাওয়াই সঙ্গত নয়। স্বামীকে বিরক্ত, নিষ্কাম মনে করিয়া নিজেরও নিষ্কামতা জ্ঞাপন পূর্ব্বক কেবল সেবাশুশ্রূষার উদ্দেশ্যেও যদি কোনও স্ত্রী কোনও পুরুষের নিকটবর্ত্তিনী হয়, তাহা হইলেও ঐ স্ত্রীকে নিজের অমঙ্গলকারিণী বলিয়া মনে করিবে—তৃণাচ্ছাদিত কূপের ন্যায় তাহাকে স্ত্রীত্বাচ্ছাদিত নিজ মৃত্যুর ন্যায় জ্ঞান করিবে। স্ত্রীলোক যদি ভক্তিমতী, বৈরাগ্যমতীও হয়, অথবা উন্মাদরোগবশতঃ অচেতনাও হয়, কিম্বা নিদ্রিতা, এমন কি মৃতাও হয়, তথাপি তাহার নিকটবর্ত্তী হইবে না—সর্ব্বদা তাহা হইতে দূরে থাকিবে।"

স্ত্রীলোকের পক্ষে পুরুষ-সঙ্গ। কেবল পুরুষ-বৈষ্ণবের আচরণ সম্বন্ধেই এই উপদেশ নহে; স্ত্রীলোক-বৈষ্ণবের পক্ষেও পুরুষ-সঙ্গ ভজনের পক্ষে দূষণীয়। উপরে শ্রীমদ্ভাগবতের যে শ্লোকটী উদ্ধৃত হইয়াছে, তাহার অব্যবহিত পরবর্ত্তী শ্লোকদ্বয়ে কপিলদেব দেবহূতিকে বলিয়াছেন—"মা! পুরুষ স্ত্রীসঙ্গবশতঃ অন্তকালে স্ত্রীর ধ্যান করিতে করিতে স্ত্রীত্ব প্রাপ্ত হয়। স্ত্রীলোক মোহবশতঃ যাহাকে পতি বলিয়া মনে করে, সে-ও পুরুষতুল্য-আচরণ-কারিণী আমার মায়া মাত্র। বিত্ত, অপত্য, গৃহাদি সমস্তই আমার মায়া। ব্যাধের সঙ্গীত যেমন শ্রবণ-সুখদ হওয়াতে মৃগের নিকটে অনুকূল বলিয়া প্রতীত হয়, কিন্তু তাহা মৃগের পক্ষে যেমন মৃত্যুতুল্য; তেমনি পতি, পুত্র, গৃহবিত্তাদি অনুকূল বলিয়া মনে হইলেও মুক্তিকামা স্ত্রীর পক্ষে সর্ব্বতোভাবে বর্জ্জনীয়।"

স্ত্রীলোকের পক্ষে পুরুষে এবং পুরুষের পক্ষে স্ত্রীলোকে আসক্তি বর্জ্জন বৈষ্ণবের একটী আচার। ভক্তমাল গ্রন্থেও ইহার অনুকূল প্রমাণ পাওয়া যায়। "প্রভু কহে সনাতন, কৃষ্ণ যে রতনধন, অনেক যে দুঃখেতে মিলয়। দেহ গেহ পুত্রদার, বিষয়-বাসনা আর, সর্ব্ব-আশা যদি তেয়াগয়॥" স্ত্রীপুরুষের সংসর্গ-সম্বন্ধে শ্রীমন্মহাপ্রভুর আদেশের কঠোরতা এবং লঙ্ঘনে তাঁহার শাসনের তীব্রতা ছোট-হরিদাসের বর্জ্জনেই অভিব্যক্ত।

বর্ণাশ্রম-ধর্ম্মের তাৎপর্য্য। বর্ণাশ্রম-ধর্ম্ম-ত্যাগের কথাও বলা হইয়াছে। তাহার উদ্দেশ্য এই। বর্ণাশ্রম-ধর্ম্মের উদ্দেশ্য—ইহকালের বা পরকালের সুখ-সম্পদ—ইন্দ্রিয়-তৃপ্তি-সাধক বস্তু; সুতরাং ইহা আত্মেন্দ্রিয়-তৃপ্তি মূলক; ভুক্তি-বাসনা যে পর্য্যন্ত চিত্তে জাগরূক থাকিবে, সে পর্য্যন্ত ভক্তির উন্মেষ অসম্ভব। তাই বলা হইয়াছে, ভক্তিকামী

ব্যক্তি বর্ণাশ্রম-ধর্ম্মকেও ত্যাগ করিবেন। কিন্তু বর্ণশ্রম-ধর্ম্ম ত্যাগেরও একটা অধিকার-বিচার আছে। যে পর্য্যন্ত নির্ব্বেদ-অবস্থা না জন্মে, কিম্বা যে পর্য্যন্ত ভগবৎ-কথা-শ্রবণাদিতে শ্রদ্ধা না জন্মে, সেই পর্য্যন্ত বর্ণাশ্রম-ধর্ম্ম বা কর্ম্ম করিতে হইবে। নচেৎ সমাজে উচ্ছৃঙ্খলতা উপস্থিত হইবে। "তাবৎ কর্ম্মাণি কুর্ব্বীত ন নির্ব্বিদ্যেত যাবতা। মৎকথাশ্রবণাদৌ বা শ্রদ্ধা যাবন্ন জায়তে॥ শ্রীভা ১১।২০।৯।"

দুঃসঙ্গ। স্থূল কথা এই যে—আত্মেন্দ্রিয়-তৃপ্তিই যাহার উদ্দেশ্য, তাহা ত্যাগ করিবে; যে হেতু, তাহা ভক্তি-বিরোধী। যাহা কৃষ্ণভক্তির বিরোধী, তাহা হৃদয়ে পোষণ করাই প্রকৃত দুঃসঙ্গ। "দুঃসঙ্গ কহিয়ে কৈতব আত্ম-বঞ্চনা। কৃষ্ণ, কৃষ্ণভক্তি বিনা অন্য কামনা। চৈঃ চঃ মধ্য ২৪॥" কৃষ্ণকামনা বা কৃষ্ণভক্তি-কামনা ব্যতীত অন্য কামনার সঙ্গই দুঃসঙ্গ—তাহা ত্যাগ করিতে হইবে।

কৃষ্ণের আচরণ অনুকরণীয় নহে। আরও একটী কথা। বৈষ্ণবের পক্ষে ভক্তের আচরণের অনুকরণই কর্ত্তব্য, কিন্তু কৃষ্ণের আচরণের অনুকরণ কর্ত্তব্য নহে। "বর্ত্তিতব্যং শমিচ্ছদ্ভি র্ভক্তবন্নতু কৃষ্ণবৎ। ইত্যেবং ভক্তিশাস্ত্রাণাং তাৎপর্য্যস্য বিনির্ণয়ঃ। উঃ নীঃ কৃষ্ণবল্লভা। ১২॥" এই শ্লোকের টীকায় বিশেষ বিচার পূর্ব্বক শ্রীপাদ বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী সিদ্ধান্ত করিয়াছেন—ভক্তদের মধ্যেও সিদ্ধ-ভক্তের আচরণ অনুকরণীয় নহে; কারণ, তাঁহাদের আচরণ অনেক সময় আবেশাদি বশতঃ কৃষ্ণবৎ হয়; সাধক-ভক্তের আচরণও অনুকরণীয় নহে; কারণ, সাধকদের মধ্যেও অনেক দুদুরাচার থাকেন। ভক্তের যে সমস্ত আচরণ ভক্তি-শাস্ত্রের অনুমোদিত, সেই সমস্ত আচরণই অনুকরণীয়। ১।৪।৪ শ্লোকের টীকায় আলোচনা দ্রষ্টব্য।

গ্রহণাত্মক বৈষ্ণবাচরের স্বরূপ-লক্ষণ হইল সাধন-ভক্তির অঙ্গ; ভক্তির উন্মেষণ তাহার তটস্থ-লক্ষণ। আর বর্জনাত্মক বৈষ্ণবাচারের স্বরূপ-লক্ষণ হইল কৃষ্ণ-কামনা বা কৃষ্ণভক্তি-কামনা ব্যতীত অন্য কামনা; আর ইহার তটস্থ লক্ষণ হইল কৃষ্ণ-বহির্ম্মুখতা। কোন্‌টী সদাচার, আর কোন্‌টী অসদাচার—উক্ত লক্ষণের সহিত মিলাইয়া স্থির করিতে হইবে।